দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 22 JUL 2007
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪

৯৬'-এর পরিপত্রের অংশ বহালের দাবী

দাখিল আলিম ও ফাজিলে উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থী সংখ্যা বৃদ্ধির কঠিন সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করুন

-বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীন

স্টাফ রিপোর্টার : কঠিন শর্তারোপ করে দাখিল, আলিম ও ফাজিল উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধির সিদ্ধান্তে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের সভাপতি আলহাজ এ এম এম বাহাউদ্দীন নিজামীর সহ-সভাপতি পৃঃ ৮ঃ কঃ

জমিয়াতুল মোদার্রেছীন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মাওলানা রুহুল আমীন খান ও মহাসচিব মাওলানা শাব্বীর আহমদ মোমতাজী। গতকাল এক বিবৃতিতে নেতৃবৃন্দ বলেন, বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মাদ্রাসাসমূহের শিক্ষক ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদির সরকারী অংশ প্রদান এবং জনবল কাঠামো সম্পর্কিত গত ২৪ অক্টোবর ১৯৯৫ তারিখের জারিকৃত পরিপত্রের ৬(১) সংশোধন করে সম্প্রতি এ সম্পর্কিত যে পরিপত্র জারি করা হয়েছে তা মাদ্রাসা শিক্ষার জন্য চরম ক্ষতিকর। এর ফলে অগণিত মাদ্রাসা শিক্ষক কর্মচারী বেতন-ভাতাদি থেকে বঞ্চিত হবেন।

নেতৃবৃন্দ গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, ছাত্র সংকটের মূল কারণ দূরীভূত না করে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে জারিকৃত নং শিম/শাঃ ১১/১৯-১ (এমপিও) ২০০৭/১২০৬ তারিখ ০৮-০৭-২০০৭ সংশোধিত পরিপত্রে উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীর সংখ্যা এক লাফে ৫ থেকে ১৫, ১০ ও ৩০-এ উন্নীত করায় দেশের বহু সংখ্যক মাদ্রাসাই এ শর্ত পূরণে সক্ষম হবে না। ফলে তার শিক্ষক কর্মচারীগণ বেতন-ভাতাদি থেকে বঞ্চিত হবেন। এতে মাদ্রাসা শিক্ষা সঙ্কুচিত এবং বেকার সমস্যা হবে প্রকট।

নেতৃবৃন্দ এই সংশোধনী প্রত্যাহার করে এ সম্পর্কে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারিকৃত ১৯৯৫ ইং সালের ২৪ অক্টোবর নং শাঃ ১১/ বিবিধ-৫/৯৪/(অংশ-৬)/৩ ৯৬ পরিপত্রের ৬ নং ক্রমিকের ১ নং অংশ হুবহু বহাল রাখার দাবী জানিয়েছেন।

নেতৃবৃন্দ আরো বলেন, দেশের মঞ্জুরিপ্রাপ্ত স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদ্রাসার শিক্ষকদের বেতন স্কেলভুক্ত না করা ও তাদের জন্য ন্যূনতম বেতন-ভাতাদির ব্যবস্থা না করা এবং এ যাবতকাল মাদ্রাসার ফাজিল ও কামিলকে ব্যাচেলর ও মাস্টার্সের মান না দেয়ার কারণে মাদ্রাসায় শিক্ষার্থী স্বল্পতার যে দারুণ সংকট সৃষ্টি হয় তার প্রতি লক্ষ্য রেখে তৎকালীন সময়ে ঐ পরিপত্রে ফাজিল, আলিম ও দাখিল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীর ন্যূনতম সংখ্যা ৫ জন নির্ধারণ করা হয়। শুধু তাই নয়, বাস্তবসম্মত কারণে এ ক্ষেত্রেও শর্ত শিথিল করা হয়েছিল। এভাবেই মাদ্রাসাসমূহ চলে আসছে এবং তার শিক্ষক-কর্মচারীগণ বেতন-ভাতাদি পেয়ে আসছেন।

এ সময় পর্যন্ত মাদ্রাসায় ছাত্র-সংকট সৃষ্টির কারণ দূরীভূত না হওয়ায় সমস্যা পূর্ববত বহাল রয়েছে। আশার কথা, ইতোমধ্যে মাদ্রাসার কামিল ও ফাজিলকে প্রার্থিত মান প্রদান করায় মাদ্রাসা শিক্ষার প্রতি ছাত্র- ছাত্রীদের আগ্রহ যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে তবে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের মূল উৎস স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদ্রাসার শিক্ষকদের বেতন স্কেল বা উপযুক্ত ভাতাদির ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত মাদ্রাসায় ছাত্র-সংকটের অবসান হবে না।

নেতৃবৃন্দ এ ব্যাপারে প্রধান উপদেষ্টা, শিক্ষা উপদেষ্টা ও শিক্ষা সচিবের আশু নেকদৃষ্টি কামনা করেছেন।